দৈনিক সংবাদ

১১/৯/২০০৩

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

৪ পরীক্ষার্থীর ফল প্রকাশে ২ বছর ॥ চবি শিক্ষকের বাধ্যতামূলক অবসর

চবি সংবাদদাতা ॥ পরীক্ষার ফল প্রকাশে অস্বাভাবিক বিলম্বের দায়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যভাষা বিভাগের অধ্যাপক ড. রণজিৎ কুমার শর্মাকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়েছে। ১৯৯৩ সালের এমএ পরীক্ষা কমিটির সভাপতি ড. শর্মা মাত্র ৪ পরীক্ষার্থীর ফল প্রকাশে সময় নিয়েছিলেন ২ বছর ১ মাস ১৫ দিন। ওই পরীক্ষা শেষ হয়েছিল ১৯৯৭ সালের ২৪ এপ্রিল আর ফল প্রকাশ হয়েছিল ১৯৯৯ সালের ৮।

সূত্র জানায়, মাত্র ৪ পরীক্ষার্থীর ফল প্রকাশে অস্বাভাবিক বিলম্বের হেতু নির্ণয়ে ১৯৯৮ সালের ২২ ডিসেম্বর তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় কলা অনুষদের ডিন প্রফেসর কাজী মোত্তাইন বিল্লাহর নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। '৯৯ সালের ১০ জুন পরবর্তী ডিন ড. ইমরান হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত হয় ২য় তদন্ত কমিটি। উভয় কমিটি বিষয়টির তদন্তে উত্তরপত্র ও টেবুলেশন শীট হারানো, পরীক্ষা কমিটির সদস্যদের না জানিয়ে নিজ দায়িত্বে মনগড়া ফলাফল চূড়ান্তকরণসহ নানান অসংগতি ও অনিয়ম লক্ষ্য করে। তদন্ত কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, ড. শর্মা ৩য় পত্রের ৪টি ও ৫ম পত্রের ১টি উত্তরপত্র পরীক্ষণে সময় নেন যথাক্রমে ১৮ মাস ও সাড়ে ১৮ মাস। এর পরও ফল প্রকাশ না হওয়ায় সরাসরি উপাচার্যের হস্তক্ষেপে ফল প্রকাশ করতে হয়। এই ন্যাক্কারজনক ঘটনায় ৪ পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকের মানসিক, আর্থিক ক্ষতি এবং ভার্সিটির সুনামও ক্ষুন্ন হয়েছে। তদন্ত কমিটি ড. শর্মার বিরুদ্ধে চবি আইন অনুযায়ী শাস্তির সুপারিশ করে। এছাড়া পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দফতরের নানা অনিয়ম ও কর্তব্য অবহেলা শনাক্ত করে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরের আমূল সংস্কারের সুপারিশ করা হয় রিপোর্টে।

গত ২৭ আগস্ট সিন্ডিকেট সভায় ঐ তদন্ত রিপোর্টের আলোকে ড. রণজিৎ শর্মাকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দফতর ঢেলে সাজানোর সুপারিশের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি।